সংবাদ

12 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সুন্দরগঞ্জে কোচিং সেন্টারে জিম্মি শিক্ষার্থী-অভিভাবক

জিম্মি শিক্ষার্থী অভিভাবক

প্রতিনিধি, সুন্দরগঞ্জ, (গাইবান্ধা)

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষকরা ঐ কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত থাকায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কোচিং ও প্রাইভেট বাণিজ্যের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস করার চেয়ে কোচিং সেন্টারে ক্লাস আগ্রহী বেশি। জানা গেছে, এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী শিক্ষক সরকার নিষেধাজ্ঞা ও চাকরিবিধি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম নিতিকে উপেক্ষা করে দেদারছে কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি কলেজের অধ্যক্ষরাও কোচিং বানিজ্যের দিকে ঝুকে পড়েছে। এ সব কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িয়ে পড়ছে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরাও। তার পাবলিক পরীক্ষাসমূহে ভালো ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের ছবি সংবলিত দৃষ্টিনন্দন বিজ্ঞাপন লিপলেট বিতারণ করা ছাড়াও মাইকে চটকধরক প্রচারণা চালিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আকৃষ্ট করে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদের কোচিং ও প্রাইভেটের টাকা জোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছে অভিভাবকরা। কোচিং সেন্টারে বিষয় ভিত্তিক মাসিক নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ছাড়াও ভর্তি ফিসহ বিভিন্ন ধরনের ফির অজুহাত দেখিয়ে প্রথমেই মোটা অঙ্কের অর্থ হাতি নেয়া হয়। এই সব কোচিং সেন্টারের ভাড়া নেয়া রুমে গাঁদাগাঁদী করে ক্লাস নেয়া হয়ে থাকে। কোন কোন কোচিং সেন্টারে মাসিক বেতন ৭শ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। প্রাইভেটের দৃশ্যপট আরও ভয়ঙ্কর। এক সাথে ৩০/৪০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি ব্যাচ করেন প্রাইভেট শিক্ষকরা। বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ অঙ্কের শিক্ষক ছাড়াও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা সাধারণত বিষয়ভিত্তিক প্রাইভেট পড়ান। কোন কোন শিক্ষক আবার ক্রিকেটার সাকিব-মাশরাফির মতো অলরাউন্ডার। তারা সব বিষয়েই প্রাইভেট পড়ান। এই অলরাউন্ডার শিক্ষকদের মাসিক বেতন অন্যান শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশি আমরা এ যাবৎ জেনে এসছি ৩০ দিনে এক মাস হয় প্রাইভেট পড়ার ক্ষেত্রে মাসের হিসেব অন্য রকমের। এক্ষেত্রে ১ ঘণ্টায় এক দিন এবং সর্বোচ্চ ১২ দিনে ১২ ঘণ্টায় এক মাস ধরা হয়। এসব শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে যাবার আগে সকালেই দুই থেকে তিন ব্যাচ শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াইয়া বিদ্যালয়ে যান। ছুটির পর আবারো ছুটছেন কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের দিকে। ভুক্তভোগী অভিভাবকগণ জানায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঠিকমতো লেখাপড়া হলে কোচিং ও প্রাইভেটের প্রয়োজন হতে না। পাশাপাশি আমরাও ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে হিমশিমে পরতাম না। বর্তমানে চার মণ ধান বিক্রি করে ছেলে-মেয়েদের এক মাসের প্রাইভেট বা কোচিংয়ের বেতন দেয়া যায় না। আমাদের সংসার চলবে কি করে! এ অবস্থা চলতে থাকলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়ার খরচ চুকিয়ে দিতে হয়। উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি, কলেজ, মাদ্রাসা ও কিন্ডার গার্ডেন স্কুলসহ ৩ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।